প্রথম আলো

তারিখ SEP 1 2006
পৃষ্ঠা ২২ কলাম ৩

শিক্ষাও এখন গ্লোবাল হচ্ছে

আবু আহমেদ

অনেক ছাত্রই এখন দেশি ডিগ্রি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারছে না। তারা প্রতিযোগিতা করার জন্য বিশ্বের সর্বোত্তম শিক্ষাগত ডিগ্রি অর্জনের দিকে ছুটছে। এই ছোটাটা শুধু অনুন্নত দেশগুলোর ছাত্ররা করছে না, উন্নত দেশগুলোর ছাত্ররাও অন্য উন্নত দেশের সবচেয়ে ভালো স্কুল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি অর্জন করতে অতি আগ্রহী হয়ে উঠেছে। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর ছাত্ররা তো বিদেশি ডিগ্রি অর্জন করার জন্য এক রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে। এসব দেশের সামান্যসংখ্যক ছাত্র আগে বিদেশে পড়তে যেত বিভিন্ন সরকারি বৃত্তির অধীনে। আজকে সে প্রবণতা বদলে গেছে। এখন অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের ছাত্ররা আর কমনওয়েলথ বা ফুল-ব্রাইট ধরনের বৃত্তির জন্য অপেক্ষা করে না। তারা নিজেরাই অর্থের ব্যবস্থা করছে, কিংবা সরাসরি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র হতে চাচ্ছে ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফান্ড জোগাড় করতে চাচ্ছে। ছাত্রদের প্রথম পছন্দের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো— যুক্তরাষ্ট্রের আইভি লিগের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জায়গা না পেলে তারা ওই দেশের পরের ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে চায়।

বিশ্বে এখন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর র‍্যাংকিং চলছে। ওই র‍্যাংকিংয়ে ওপরের দিকের ৭৫ শতাংশ স্থান দখল করে আছে যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। সব ভালো ছাত্রেরই আকাঙ্ক্ষা থাকে হার্ভার্ড-এমআইটি থেকে ডিগ্রি নেওয়ার। ওই দেশের প্রথমসারির ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মানের দিক থেকে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। কোনো বিষয়ে এমআইটি প্রথম হলে, অন্য বিষয়ে ইয়েল প্রথম হচ্ছে। সার্বিক বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় অন্য যেকোনো দেশের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও ভালো মনে হবে। বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রকে শিক্ষার দিক থেকে পেছনে ফেলতে পারবে বলে মনে হয় না, এমনকি বাকি বিশ্ব এক হলেও।

এককালে ইউকে বা যুক্তরাজ্যও শিক্ষার জন্য বিখ্যাত ছিল। তারাও এক নম্বরে ছিল, তবে যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার উত্থানের আগে। এখনো যুক্তরাজ্যের কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয় গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে ওপরে আছে। এর মধ্যে হলো কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, ইম্প্যারিয়াল কলেজ, লন্ডন স্কুল অব ইকনোমিক্স, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডন ইত্যাদি। তবে বাকি ইউরোপ যুক্তরাজ্যের তুলনায় পিছিয়ে আছে। ইউরোপীয় দেশগুলোতে এখনো প্রায় বিনা পয়সায় শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনেকটা সরকার নিয়ন্ত্রিত। তবে তারা বদল হচ্ছে। এখন তারা ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষাব্যয়ের একটা অংশ ফি হিসাবে তোলার অনুমতি দিচ্ছে। ইংরেজি হলো আন্তর্জাতিক ছাত্রত্ব লাভের অন্যতম এবং ক্ষেত্রবিশেষে একমাত্র মাধ্যম। যেসব ইউরোপীয় দেশ ইংরেজি মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা দেওয়া শুরু করেছে, ওরা বিদেশ থেকে অনেক ছাত্র পাচ্ছে। নেদারল্যান্ডস শুধু বিদেশি ছাত্র পাওয়ার জন্য তাদের উচ্চতর পর্যায়ের লেখাপড়ার ৫০ শতাংশ ইংরেজি মাধ্যমে প্রদান করছে। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ একটা-দুটো বিশ্ববিদ্যালয়কে ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়ে রূপান্তর করেছে।

বিশ্বে এখন ৭৫ লাখ ছাত্র আন্তর্জাতিক। অন্য কথায়, এ সংখ্যক ছাত্র এক দেশ থেকে অন্য দেশে পড়তে যাচ্ছে। এই সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এই ৭৫ লাখ ছাত্রের মধ্যে বিরাটসংখ্যক আছে বাংলাদেশের মতো অনুন্নত দেশের। আজকে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশ বিদেশ থেকে ছাত্র পেতে অনেক বেশি আগ্রহী। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বড় খরচ উঠে আসছে বিদেশি ছাত্রদের টিউশন ফির মাধ্যমে। যুক্তরাজ্য তো বিদেশি ছাত্রদের কাছ থেকে স্বদেশি ছাত্রদের তুলনায় তিনগুণ ফি আদায় করে। ১৯৯৮ সালের আগে যুক্তরাজ্যের ছাত্ররা কোনো রকম শিক্ষা ফি দিত না। টনি ব্লেয়ারের সরকার এখন আন্ডার গ্রাজুয়েট পর্যায়ে টিউশন ফি তিন হাজার পাউন্ড ধার্য করে দিয়েছে। তাও ছাত্ররা এই ফি দিতে ব্যাংক থেকে ঋণ করতে পারবে এবং পরে চাকরি করে এই ঋণ ফেরত দেবে। কিন্তু এই নিয়েও প্রতিবাদ হয়েছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার যুক্ত দেখাচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা-ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে, কিছু ফি ছাত্রদের দিতেই হবে।

অন্যদিকে ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়তে হলে বিদেশি ছাত্রদের এর তিনগুণ টিউশন ফি দিতে হয়। এতদিন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো শুধু বিদেশি ছাত্রদের বেতন দিয়েই বেশির ভাগ ব্যয় মিটিয়ে আসছিল। স্বদেশি ও বিদেশি ছাত্রদের মধ্যে টিউশন ফি ধার্য করার ক্ষেত্রে এই বৈষম্য অন্য দেশে তেমন একটা দেখা যায় না। আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো একই ফি ধার্য করে। তবে তাদের ফি অনেক বেশি। হার্ভার্ড-এমআইটিতে পড়তে গেলে শুধু টিউশন ফি বাবদই দিতে হয় ৩২ হাজার ডলার। অবশ্য আমেরিকানদের অনেক সম্পদ আছে। তারা উদারভাবে অনেক

ব্রিটিশ কাউন্সিলের বড় কাজ হলো আমাদের ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করা

বেদিশি ছাত্রের টিউশন ফি মাফ করে দেয়। উল্টো সামান্য কাজের বিনিময়ে বৃত্তিও দেয়। ফলে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক বিদেশি ছাত্র পড়তে পারে। ৯/১১-এর পর আমেরিকা বিদেশি ছাত্রদের ভিসা দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করে। ফলে ২০০১-এর পর থেকে ওই দেশে বিদেশি ছাত্রদের গমন অনেক কমে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবাদের মুখে আমেরিকান সরকার ছাত্রদের জন্য ভিসা-শর্ত কিছুটা শিথিল করলেও ছাত্র গমনের হার আগে যে হারে বাড়ছিল, সে হারে আর বাড়ছে না। কিন্তু বিদেশি ছাত্রদের বিদেশ গমন বন্ধ হয়নি। ব্রিটিশ, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এমনকি নিউজিল্যান্ডও ছাত্রভিসা প্রাপ্তিকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। ফলে ওপরের কয়েকটি দেশে বিদেশি ছাত্রের অধ্যয়ন আগের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। ব্রিটিশরা আগে বিদেশি ছাত্রদের কাজ করতে দিত না। এখন বিদেশি ছাত্ররা সপ্তাহে ২০ ঘণ্টা কাজ করতে পারে। তাতে তাদের অর্থনীতি অন্যদিকেও উপকৃত হচ্ছে।

বিশ্বে এখন গ্লোবাল এডুকেশন ট্রেড হলো ৩০ বিলিয়ন ডলারের, তার মধ্যে ১৩ বিলিয়ন ডলারের সুবিধা পাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের পরেই যুক্তরাজ্যের স্থান। শিক্ষা বিক্রির এই সুবিধা আরও বাড়বে ভবিষ্যতে। যতই অনুন্নত দেশগুলো তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে গ্লোবাল অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে ততই এসব দেশের ছেলেমেয়েরা একটা ভালো গ্লোবাল একাডেমিক ডিগ্রি অর্জন করতে চাইছে। ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারগুলো এখন ভালো করে বুঝে ফেলেছে তাদের জন্য অন্য সুবিধার ক্ষেত্র হলো তাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ছাত্রদের কাছে শিক্ষা বিক্রি করা। এমন অনেক বিদেশি বিদ্যালয় সরাসরি ছাত্রদের দোরগোড়ায় চলে যাচ্ছে। তারা তাদের শিক্ষার প্রদর্শনী করছে এবং ছাত্রভর্তির জন্য এজেন্ট নিয়োগ করছে।

আমাদের দেশেও প্রতিবছর কয়েকবার করে অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের শিক্ষার প্রদর্শনী নিয়ে উপস্থিত হয়। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাৎক্ষণিকভাবে ছাত্রদের ভর্তি করিয়ে নেয়। অনেক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে উপদেশ ও ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এমনকি ব্রিটিশ কাউন্সিলের বড় কাজ হলো আমাদের মতো দেশগুলোতে ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষা দেওয়া এবং তাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে উদ্বুদ্ধ করা। তারা সফলও হচ্ছে। বাংলাদেশ থেকে আগের চেয়ে অনেক বেশি ছাত্র ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ছে। আমাদের দেশে ইংরেজি মাধ্যমে পড়ার জন্য এখন আবার প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। বাংলাদেশেও শিক্ষার এক ধরনের বাজার কাজ করছে। এ বাজারের মাধ্যমে অনেক ছাত্র গ্লোবাল ক্ষেত্র থেকে তাদের শিক্ষাটা পেতে পারছে। আগে যেখানে বিনা পয়সায় শিক্ষা লাভ করত, এখন সে বিষয়টি আর নেই। এখন উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী অর্থ দিয়ে শিক্ষা কিনছে। সম্ভব হলে বিদেশি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকেও। অনেক বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশে গিয়ে তাদের ব্যবসা খুলছে। মালয়েশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, সিঙ্গাপুরে ইতিমধ্যে নামী আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তাদের বৈদেশিক ক্যাম্পাস স্থাপন করেছে। বাংলাদেশে সেটা এখনো হয়নি। তবে সামনে হতে পারে।

আবু আহমেদ : অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।